Book review - Ami Se o Sokha by Swati Chatterjee Bhaumik

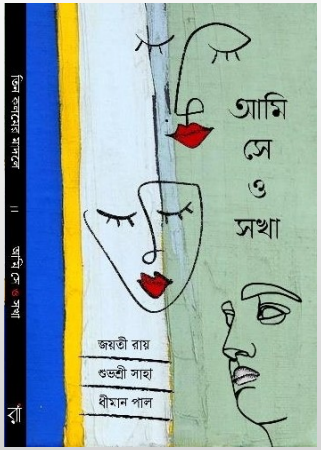

আমি সে ও সখা

লেখক

জয়তী রায় শুভশ্রী সাহা

ধীমান পাল

প্রচ্ছদ

ধীমান পাল

আলোচক : স্বাতী চ্যাটার্জী ভৌমিক

বইমেলা থেকে ফিরে আমার অভ্যেস নতুন কেনা বইগুলো একটু উল্টেপাল্টে দেখে গন্ধ শুঁকে রেখে দেওয়া। পরে সময় পেলে নিয়ে বসা যাবে। এই বইটা খুলে কেমন হকচকিয়ে গেলাম যেন। তিন কবির বই মানে তিনজনের কিছু কবিতা থাকবে আলাদাভাবে। সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এ বই তো তেমন নয়। এ যেন ঢেউয়ের মতো আলাপচারিতার স্রোত বয়ে চলেছে। তিনজন মানুষ কথা বলছেন নিজের পরিসরে। কিন্তু সেই কথা যেন কীভাবে মিলে যাচ্ছে একে অপরের সঙ্গে। প্রথমজন 'আমি' হয়ে যে সুরের আলোড়ন তুলছেন, 'সে' তার কবিতার প্রতিধ্বনিতে সেই সুরের রেশ রেখে যাচ্ছে নিজস্ব মেজাজে। শেষে 'সখা' এই দুই সুরের মিলিত অনুরণনকে ছুঁয়ে যাচ্ছে তার দৃপ্ত শব্দ চয়নে। স্পষ্টতই একেবারে অন্য স্বাদের কথোপকথনের সুর তাল লয়ের গল্প বলে 'রা' প্রকাশনের কবিতার বই 'আমি সে ও সখা' - বইটি উৎসর্গ করা হয়েছে লাবণ্য, কেতকী ও অমিতকে। ভাগ্যিস ! নাহলে এই তিন অনামী চরিত্রকে খুঁজতে বেরোতে হতো মাথার ঘাম পায়ে ফেলে। আসলে সুদুর নব্য যৌবনে পড়া সেই তিন চরিত্রের ছায়া যেন বারবার ঘুরে ফিরে দেখা দিয়ে যায় এই বইতে। তিন কবির লেখনী তিনরকম হওয়া সত্ত্বেও তারা যেন কী অমোঘ বন্ধনে জড়িয়ে পড়েছে একে অপরের সঙ্গে। প্রতি তিনটি করে কবিতাকে যদি একটা গুচ্ছ বলে ধরা যায় তাহলে সেই প্রতিটি গুচ্ছের সূচনা করেছে 'আমি', যেন সকালের প্রথম চেতনা। মধ্য দিনের বাস্তবতার আঁচে মনকে তাতিয়ে নেবার জন্য রয়েছে 'সে'। তারপর সন্ধ্যা নামলে নাগরিক ক্লান্তিকে সরিয়ে চাওয়া পাওয়ার কথা স্পষ্ট স্বরে বলে ওঠে 'সখা'। তিনজনেই যেন একে অন্যের পরিপূরক, যার জন্য একটা কবিতা পড়েই পরেরটার জন্য অপেক্ষা থাকে। যেন শেষ না হওয়া দক্ষিণমুখী বারান্দার রেলিং, যেন যত দূর চোখ যায় চলতে থাকা রেললাইন। আলাদাভাবে যে দেখা যায় না তা নয়। সেভাবে দেখলেও তিন কবিই স্বকীয় আলোয় উজ্জ্বল। সেভাবেও একটু বিশ্লেষণ চলতেই পারে।

আমি (কবি জয়তী রায়)

মেঘের মতো ভারী কিন্তু গম্ভীর নয়, আধোঘুমের স্বপ্নের মতো আবেশময়, ব্যক্তিত্বের ছটায় মোহময়ী 'আমি'র প্রতিটি কবিতা নিজ জীবনবোধে সিক্ত,

Book review - Ami Se o Sokha by Swati Chatterjee Bhaumik

আবার পিচ্ছিলও। আকাশ কালো করে যে বৃষ্টি আসে তাকে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। আবার তাকে ধরাও যায় না। সে কেবলই লুকিয়ে পড়ে তার ছদ্ম গাম্ভীর্যের ওড়নার পিছনে। অথচ তার প্রতিটি পংক্তি যেন দৈববাণীর মতো অনুরণিত হয় সমস্ত বই জুড়ে। তার অমোঘ আকর্ষণকে উপেক্ষা করে এমন সাধ্য কারো নেই। যেন রক্তমাংসে উপস্থিত না থেকেও 'আমি' শুধু তার নিজস্বতায় থেকে যায় পাঠকের অন্তরে।

সে (কবি শুভশ্রী সাহা)

নগর জীবনের কঠিন বাস্তবতাও এই নায়িকার লাস্য কেড়ে নিতে পারেনি। জীবনসুধায় বুঁদ হয়ে থেকেও 'সে' অনুভব করে নিভৃত দিনের আনমনা বিষণ্ণতা। তবু সে তার ভালবাসাকে আগল দিয়ে রাখতে জানে না। প্রেমকে সে অবৈধ বলে মানতে নারাজ। বিকেলের ফুরফুরে হাওয়ার মতো উচ্ছল এক কিশোরী যেন। সে সব চায়। আকাশ, নদী, বন, মাঠ, বৃষ্টি, স্পর্শ, গন্ধ, সুখ, এক জীবনে আরো যা যা মানবিক চাহিদা থাকতে পারে সেই সবকিছু তার চাই। প্রতিটি কবিতায় মন ভাল করা হাওয়ার মতোই সে ছুঁয়ে যায় পাঠকের প্রাণশক্তিকে।

সখা (কবি ধীমান পাল)

অঝোরে বৃষ্টি আর মিঠে হাওয়ার মাঝে যদি ঝড় এসে সেতু বেঁধে দেয় ? 'সখা' যেন সেই ঝড়। তার সাহসী প্রেমের অধৈর্য আর্তি কেমন করে যেন 'নন্দিনীর শুভঙ্কর'কে মনে পড়িয়ে দেয়। তার বেপরোয়া পৌরুষ, তার যৌনতার আকাঙ্খা, তার প্রেমের আকুতি যেন উড়িয়ে নিয়ে যেতে চায় সংসারের সমস্ত কেজো অজুহাতকে। প্রেম তো এমনই হয়। পুরুষও। প্রেয়সীর সমস্ত অস্তিত্বটাকেই 'সখা' ধারণ করতে চায় তার আলিঙ্গনের মাঝে। মানবী হোক বা প্রকৃতি, প্রেমস্বরূপা স্নেহময়ী মায়ার প্রশ্রয়কেই চিরসখারা কামনা করে এসেছে আজীবন।

কিন্তু এ বই যেন 'শেষ হয়েও হইল না শেষ'। কেন জানি শেষ করার পরে এক অদ্ভুত মন ভাল করা রেশের সঙ্গে কিছু বিষণ্ণতাও ছড়িয়ে দিয়ে যায় এই বই। কেন আরও কিছুটা সময় ওরা কথা বলে গেল না ? হোক না আবারও এমন এক অভিনব কাব্যগ্রন্থ, যেখানে মুখোমুখি বসবে 'আমি সে ও সখা', কথা বলবে নিতান্ত সাধারণ জাগতিক বিষয় নিয়ে। নাহয় খানিক ঝগড়া আর তর্কও হলো ওদের মধ্যে। আবার ভাব হয়ে যাবে কিছু পরে। আরো স্পষ্ট হয়ে দাঁড়াক তিন চরিত্র কোন এক শ্রুতি নাটকের মাধ্যমে। চেনা চরিত্র হয়ে উঠুক ওরা তিনজন। বৃষ্টি, ঝড় আর হাওয়ার কাছে এক সাধারণ পাঠকের আবদার রইল। রা প্রকাশনের প্রথম কাজ হিসেবে বইয়ের নান্দনিক দিকের প্রশংসা করতেই হয়। শিল্পী ধীমান পালের করা প্রচ্ছদ ও অলংকরণ পাঠককে ছিমছাম এক সৌন্দর্যবোধের অভিজ্ঞতা দেয়।